গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০১৮- ২৫৭

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪২৫ / ১৯ জুলাই ২০১৮

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ০৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০১-০৮-২০১৮ খ্রি: তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh/NikoshBan font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) এবং পেনড্রাইভে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি :সভার কার্যবিবরণী।

১৯.০৭.১৮

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। উপসচিব/উপপ্রধান.....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব .....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-১-২),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।
১১। সহকারী সচিব.....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুন ২০১৮ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ০৮ জুলাই ২০১৮, সকাল ১০.৩০ টায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মহন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যথাসময়ে, সুষ্ঠু ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। অত:পর সভাপতির নির্দেশক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) অধিদপ্তরওয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও অর্থ) জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের মধ্যে কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ২০টি প্রতিশ্রুতি ও ০৫টি নির্দেশনা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ০৯টি প্রতিশ্রুতি ও ০২টি নির্দেশনা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত ০৫টি নির্দেশনা এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সম্পর্কিত ০৪টি নির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মোট ২৯টি প্রতিশ্রুতি ও ১৬টি নির্দেশনা রয়েছে।

২। ১০ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	
২.১	গত সভার (মে ২০১৮) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	মে ২০১৮ মাসের সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা নিশ্চিত করা হয়।	

আলোচ্যসূচি			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক্রম:	অধিদপ্তরের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা		
২.২	কারা অধিদপ্তর (প্রতিশ্রুতি-২০টি)	প্রতিশ্রুতি-০১: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা।	বাস্তবায়িত।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/পরিকল্পনা কোষ/উপসচিব (বাজেট-১)।
		প্রতিশ্রুতি -০২: কারা কর্মচারীদের ছেলে- মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।	• "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ" প্রকল্পে ০২টি স্কুল বাস অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সুতরাং জুলাই/২০১৮ এর মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৩ : সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	• এ বিষয়ে কারা অধিদপ্তর হতে নিয়োগ বিধি সংশোধনপূর্বক দ্রুত পুন: প্রস্তাব প্রেরণ করা; • কারাগারের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ক্যাটাগরি করে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাবও দ্রুত চূড়ান্ত করা; • কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত ১৩৫ সংখ্যক অতিরিক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব গঠিত কমিটি কর্তৃক দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সচিবের নিকট উপস্থাপন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	২০-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চ পর্যায়ের টিম ০৫-০২-২০১৮ তারিখে সমজাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে	কারা মহাপরিদর্শক, কারা

			পরিদর্শন করেছেন। সে অভিজ্ঞতার আলোকে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করা এবং বাস্তবায়নে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৫ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন।	মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য ৫০ শয্যা অর্ন্তভুক্ত করে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে ২৭৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৬ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।	• যে সকল কারাগারের কাজ এখনো শুরু হয়নি তা দ্রুততার সাথে আরম্ভ করা; • সকল কারাগারে বিশেষ করে নতুন প্রকল্পের আওতায় মহিলা কারারক্ষীদের একই রকম আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; • বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প যথা সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৭ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা: • এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান বিষয়ে সচিবের স্বাক্ষরে আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা; • এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কেও যুক্ত করা; • কারাগারকে শোধনাগারে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে আরও বৃত্তিমূলক কাজের ব্যবস্থা করা,এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • The Prisons' Act কারাবিধিসহ অন্যান্য আইন/বিধি দ্রুত চূড়ান্ত করা। • কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা; • এ লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি ও কমিটি কর্তৃক নিয়োগ বিধি দ্রুত চূড়ান্ত করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৮ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	• বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদনমুখি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা; • ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা; • এ লক্ষ্যে পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৯ : কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকরণ করা হবে	• কারাগারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন দ্রুত চূড়ান্ত করা; • পর্যায়ক্রমে অপরাপর বিভাগীয় শহরের কারাগারগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা; • ৫টি বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করা; • চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১০ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• কারা(কর্মকর্তা ও কর্মচারী)নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মর্যাদা নির্ধারণ করা, এ বিষয়ে কারা অধিদপ্তর থেকে প্রতিনিধি হিসেবে কর্ণেল ইকবাল হাসান, অতিরিক্ত কারা	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট

			মহাপরিদর্শক এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব দেলোয়ার হোসেন, পরিচালক(প্রশাসন) কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রস্তাব প্রণয়ন করা এবং যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১১: কারা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তন।	কারা অধিদপ্তর হতে তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তনের বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উপস্থাপন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১২: রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।	প্রণীত ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৩ : কারা কর্মচারীদের পোশাক ও র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন।	**বাস্তবায়িত**	১৬-১০-২০১৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জেল পোশাক নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।
		প্রতিশ্রুতি-১৪: বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করণ।	• আংশিক বাস্তবায়িত। • গত ১৮-৪-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৫: বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর প্রায় ০৯ একর জমিতে জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং ০২ একর জমিতে করা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার ইত্যাদি সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• গত ১৮-৪-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ক্রয় দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৬: ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ।	এ লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৭: কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।	কারা বিভাগের জনবল সৃজনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৮: ১০০০(এক) হাজার জন দীর্ঘ মেয়াদী সাজা প্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি দান।	**বাস্তবায়িত**	
		প্রতিশ্রুতি-১৯: গাজীপুর জেলার	**বাস্তবায়িত**	

			মহাপরিদর্শক এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব দেলোয়ার হোসেন, পরিচালক(প্রশাসন) কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রস্তাব প্রণয়ন করা এবং যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক এ বিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১১: কারা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তন।	কারা অধিদপ্তর হতে তাজা রসদ ভাতা প্রবর্তনের বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উপস্থাপন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১২: রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।	প্রণীত ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৩ : কারা কর্মচারীদের পোশাক ও র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন।	**বাস্তবায়িত**	১৬-১০-২০১৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জেল পোশাক নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।
		প্রতিশ্রুতি-১৪: বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করণ।	• আংশিক বাস্তবায়িত। • গত ১৮-৪-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৫: বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর প্রায় ০৯ একর জমিতে জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং ০২ একর জমিতে করা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার ইত্যাদি সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• গত ১৮-৪-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ক্রয় দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৬: ঢাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ।	এ লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৭: কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।	কারা বিভাগের জনবল সৃজনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর /সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-১৮: ১০০০(এক) হাজার জন দীর্ঘ মেয়াদী সাজা প্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি দান।	**বাস্তবায়িত**	
		প্রতিশ্রুতি-১৯: গাজীপুর জেলার	**বাস্তবায়িত**	

		কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০০ শয্যার কারা হাসপাতালে প্রিজন সেল থাকবে, আশেপাশের - জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং স্পেশালাইজড ইউনিটও থাকবে।		
		প্রতিশ্রুতি-২০: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।	• ১ম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কারাগার হতে কারাবন্দিদের সাথে সপ্তাহে ০১ দিন পরিবারের সাথে মোবাইলে কথা বলার নির্দেশনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরম্ভ করা; • "কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন" এর সাথে সম্পৃক্ত কল ম্যানেজমেন্ট এবং এ সংক্রান্ত সফটওয়্যার নির্মাণ ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা; • সফটওয়ার ডেভেলমেন্টের জন্য সংশোধিত বাজেটে "কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন" সংক্রান্তে অর্থ বরাদ্দের জন্য বাজেটে প্রস্তাব রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
২.৩	কারা অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০৫টি)	নির্দেশনা-১: বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ডপ্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।	• বিভিন্ন আদালতে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামির বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর স্বাক্ষরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/উপসচিব(কারা)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)
		নির্দেশনা-২ : কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।	• কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় বাস্তবায়ন যথাসময়ে শুরু করার লক্ষ্যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।	• জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা; • প্রতি মাসে কয়টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে প্রশিক্ষনার্থীসহ তার পরিসংখ্যান ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা; • জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দেশওয়ারী পরিসংখ্যান সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। (২১.৯০ একর ভূমির মধ্যে ১.৪০ একর ভূমিতে একটি টিনশেড ভবনে একটি কম্বল ফ্যাক্টরি রয়েছে। অসম চুক্তির মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে কম্বল ফ্যাক্টরিটি ওয়ার্ম-মী-উলেন কম্বল ফ্যাক্টরিকে ৫৫ বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়; অসম চুক্তিটি বাতিলের জন্য কারা	• আগামী ১২ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে আপিল দায়ের করা এবং এতদ্বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন আকারে অবহিত করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

		অধিদপ্তর কর্তৃক ২০-২-২০০৭ তারিখে ওয়ার্ম-মী-উলেন কম্বল ফ্যাক্টরিকে নোটিশ প্রদান করা হলে লীজ গ্রহীতা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা রুজু করে। এ রিট মামলার রায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট এবং আপিলেট উভয় বিভাগে সরকার পক্ষে ঘোষিত হয়; অতঃপর ওয়ার্ম-মী-উলেন কম্বল ফ্যাক্টরি ভুল তথ্য উপস্থাপন করে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করে। এ মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে ঘোষিত হয়। বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের করা হলে তা বিজ্ঞ আদলত কর্তৃক নামঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে বিষয়টি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়েরের নিমিত্ত সলিউসিটর উইং-এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আইনমন্ত্রীর মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে কারা অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে।)		
		নির্দেশনা-৫: বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	
২.৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (প্রতিশ্রুতি-০৯টি)	প্রতিশ্রুতি-১: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের পুর্তকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্তকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; • মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে ফায়ার স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• চৌহালী উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির অধিগ্রহণ শেষে দ্রুত দখল বুঝে নেয়ার লক্ষ্যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৩: ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করা। • গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের জন্য কারাগারের প্রস্তাবিত ভূমি বুঝে নেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৪: সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।	• দক্ষিণ সুনামগঞ্জ,জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ০৩টি দ্রুত চালু করা; • ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। শাল্লা ও ধর্মপাশা উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ দ্রুত শেষ করা; • জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

		প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তালতলী ও বেতাগী উপজেলা ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ দ্রুত শেষ করে স্টেশন ০২টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা; • দ্রুততম সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে স্টেশন ০৩টি চালু করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।	• জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; • ডিপিপি সংশোধনপূর্বক জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		প্রতিশ্রুতি-৭: কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।	• রৌমারী উপজেলার ফায়ার স্টেশনটি চালু করার সকল কার্যক্রম দ্রুত শেষ করা; • কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত কাজের জন্য পুনঃ দরপত্র গ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; • নতুনভাবে চিহ্নিত জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		• প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন	**বাস্তবায়িত**	
		• প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকায়ন করা	**বাস্তবায়িত**	
২.৫	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০২টি)	নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আরো সরঞ্জাম সংগ্রহের অনুমোদিত আদেশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /উপপ্রধান (পরিকল্পনা কোষ)
		নির্দেশনা-২: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন	নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা।	

		এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।		
২.৬	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (নির্দেশনা-৪টি)	নির্দেশনা-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	
		নির্দেশনা-২: ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরীভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	
		নির্দেশনা-৩: প্রক্রিয়াধীন ০৮ টি দেশে ১০ টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** • নির্দেশনাটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	
		নির্দেশনা-৪: সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	
২.৭	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (নির্দেশনা-০৫টি)	নির্দেশনা-১: সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।	• স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির সমন্বয়ে মাদকপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা: মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা; • মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা বিষয়ে গত ৩(তিন) মাসের পরিচালিত অভিযানের সাথে বিবেচ্য মাসের অভিযানের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক অতিরিক্ত সচিব(মাদক) কর্তৃক সভায় উপস্থাপন করা; • সিসা বারসমূহে টাস্কফোর্সের অভিযান অব্যাহত রাখা এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা; • দায়েরকৃত মামলাসমূহ যথাযথভাবে তদারকী করা; • মামলার তারিখে সাক্ষী হাজির করা হচ্ছে কিনা-তা নজরদারী অব্যাহত রাখা; • জব্দকৃত মালামাল সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে কিনা, তা	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান

			মনিটর অব্যাহত রাখা; • সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলাসমূহের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মামলার হেরে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে করণীয় ঠিক করা এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা; • মাদকের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলাভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক বড় সমাবেশের মত কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রাখা।	
		নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দাবীকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		নির্দেশনা-৩: এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।	• এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখা; • প্রতিমাসে কয়টি এনজিও পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে তার তথ্য ছকে উল্লেখপূর্বক মাসিক সভায় উপস্থাপন করা; • নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের-কে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ অনুবিভাগ প্রধান(সকল)।
		নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষ্যের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	• মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।
		নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ দ্রুত চূড়ান্ত করা ।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।

৩। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।